সমকাল

তারিখ 16 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খেলার মাঠের বেহাল দশা!

শনিবার সমকালে 'রাবির খেলার মাঠ অযত্নে বেহাল' শিরোনামে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রকাশিত ছবিটির ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে এভাবে– 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল ও লন টেনিস গ্রাউন্ড নষ্ট হচ্ছে অযত্নে-অবহেলায়'। এ দায় কার? শিক্ষার্থীরা কি খেলাধুলায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে? কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খেলাধুলা ও শরীরচর্চা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে পারছে না? আমরা মনে করি প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরই নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা কার্যক্রমের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকা উচিত। খেলাধুলা কেবল বড় বড় ক্লাবে কিংবা জাতীয় দলে স্থান পাওয়া কিংবা প্রতিযোগিতায় নেমে পদক পাওয়ার জন্য নয়, বরং দেহ-মনের সুস্থ-স্বাভাবিক বিকাশের জন্য শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণীদের তাতে অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রের। শিক্ষার্থীদেরও এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা চাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিত। সেখানে ২৫ হাজার আসনের স্টেডিয়াম রয়েছে। আরও আছে এক বা একাধিক জিমনেসিয়াম, ফুটবল মাঠ, হকি মাঠ, লন টেনিস, বাস্কেটবল হার্ড কোর্ট, স্কোয়াশ কোর্ট। মাঠের নিয়মিত পরিচর্যা অবশ্যই করা চাই। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত মাঠে না এলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ কাজে আগ্রহ কমে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি তেমনটিই ঘটছে? আমরা জানি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নেই। হলগুলোতেও নেই ছাত্র সংসদ। ছাত্র সংগঠনগুলোর বেশিরভাগ ব্যস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে। খেলার মাঠের বেহাল দশা নিয়ে ভাববার মতো সময় নেই তাদের। কোনো কোনো সংগঠনের নেতৃত্ব হয়তো এমনও ভাবতে পারে যে ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লে তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। শিক্ষকরাও ব্যস্ত নিজেদের সমস্যা নিয়ে। এ সুযোগে খেলার মাঠে জমছে আগাছা। এমন অবস্থাই কি কর্তৃপক্ষের কাম্য?

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর